বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, শুক্রবার, ১১ জুলাই ২০০৮, ২৭ আষাঢ় ১৪১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ,

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

'পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার' - এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আজ উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এ-বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আজকের এই আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও এই কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা আজ পুরস্কৃত হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন এবং সমবেত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও বিষয়টি বারে বারে আলোচিত হয়ে এসেছে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেসময় ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিশ্চিত করা এবং এ-লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণের এই মৌলিক অধিকার পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুধীবৃন্দ,

দেশ, জনগণ ও জীবনমানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন ও সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াসের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে জনসংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে ১.৪৩ শতাংশ আর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করছে প্রায় ৯৫০ জন মানুষ। বর্তমান লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন-উর্বরতা ১-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হলেও ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ২০ লাখে দাঁড়াবে। আর ২০৬০ সাল নাগাদ তা ২১ কোটিতে গিয়ে ঠেকবে।

জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি শিক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান সমস্যাকে তীব্রতর করবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সার্বিক জাতীয় উন্নয়নকে করে তুলবে সংকটময়। দারিদ্র, বেকারত্ব ও সামাজিক অস্থিরতা আরো বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে। বনাঞ্চল ও আবাদী জমির পরিমাণ যাবে আরও কমে।

বায়ুদূষণ, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ার ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হবে। এমন একটি পরিস্থিতি থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস করতে হবে। জনসংখ্যাকে সীমিত রেখে একে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সুধীমণ্ডলী,

আপনারা জানেন, বর্তমানে দেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করছে। এদের মধ্যে বিশেষতঃ মা ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার এখনও অনেক বেশী। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় সীমিত, কিন্তু সন্তান-সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। এই বৈপরীত্বের দ্রুত অবসান হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়' শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। শ্লোগানটি যাতে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে আরো জনপ্রিয় করা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।

তবে এটা আশার কথা যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে মোট প্রজনন হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। মোট প্রজনন হার ১৯৭১-৭৫ সময়কার ৬.৩ থেকে ২০০৫-০৬ সালে ২.৭-এ নেমে এসেছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও ৫৫.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই ভাবে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হারও পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

দেশের শ্রমজীবী, ভূমিহীন ও ভাসমান জনগোষ্ঠী, শহরের বস্তিবাসী, চর, হাওর ও দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার হ্রাসের লক্ষ্যে আমাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী জোরদার করতে হবে। এ-বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে এ কার্যক্রম আরও জোরদার ও বিস্তৃত করতে হবে। কিন্তু শিক্ষার নিম্নহার, কর্মসংস্থানের অভাব, অসেচতনতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয় জড়িত থাকায় তার একার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাই আমি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিও, বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক্ষেত্রে একযোগে বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও দেশের বিপুল সংখ্যক দম্পতির কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ১৭.৬ শতাংশ দম্পতির কাছে এখনও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছানো যায়নি। এ-ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষতঃ সিলেট, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে অপূর্ণ চাহিদার হার অনেক বেশী অন্যান্য বিভাগের তুলনায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান সংকট ও সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রতিটি দম্পতির কাছে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রদান আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে সরকার ২০০৩ থেকে ২০১০ মেয়াদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

নারী ও শিশুদের জন্য সারাদেশে আমাদের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য-সেবা অবকাঠামো রয়েছে। মোট ৩৬২২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবাকেন্দ্রের সংখ্যাও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সারা দেশে দেড় হাজার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আপগ্রেড করে উন্নততর সেবা দেয়া হচ্ছে। ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ১০ হাজার ৭০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করে পুনরায় সেবা দেয়া হচ্ছে।

সেবা প্রদানকারীরা যদি সেবাগ্রহীতাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেন, সময়মতো সেবাকেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং সেবা প্রদানে আরও যত্নবান হন, তাহলে সেবাগ্রহীতাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

সুধীমণ্ডলী,

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ, স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি-এনজিও খাত ও গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জনসংখ্যা কর্মসূচী অগ্রসর হচ্ছে। এই কার্যক্রমে সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে। স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার। এই সাফল্যের ভাগীদার হিসেবে সরকারি-বেসরকারি ও এনজিও খাত সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আগামীতে দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁদের কর্মপ্রয়াস আরও জোরদার করার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আসুন, আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিৎ করতে আমরা জাতীয় অগ্রগতির ধারা সমুন্নত রাখি। একটি সহনীয় জনসংখ্যা-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একযোগে ও ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে সচেষ্ট হই।

পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০০৮ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

.....